দৈনিক ইত্তেফাক

১৪

তারিখ 05 JUN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

আমাদের ছেলেমেয়েরাও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে —এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলিয়াছেন, দারিদ্র্য মোচনের প্রধান উপায় হইতেছে মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগ। তিনি বলেন, অগ্রগতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য এবং শিক্ষাই আশি ভাগ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে পারে।

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'চ্যান্সেলর পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে একথা বলেন।

বঙ্গভবনের দরবার হলে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বেগম রওশন এরশাদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট এ কে এম নূরুল ইসলাম, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রীত্রয়, মন্ত্রিগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় হইতে স্নাতক সম্মান পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাকে তাঁহার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, দুই হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যেই আমরা নিরলস পরিশ্রম করিয়া যাইতেছি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, মেধার কোন বিকল্প নাই। আমাদের সম্পদের অভাব নাই। আমাদের আছে উর্বর ভূমি ও প্রচুর জনশক্তি সম্পদ। তিনি আরও বলেন, এই প্রেক্ষিতে আমাদের দরিদ্র বা অনুন্নত থাকার কারণ নাই। অতীত সোনালী দিনের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষা, জ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এক সময় বাংলাদেশের সুনাম ছিল বিশ্বময়। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করিলে জন্মভূমি ও উহার মানুষকে ভালবাসিলে আমরা হারানো গৌরব অবশ্যই ফিরিয়া পাইব।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অপরিহার্য। এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করিতে পারিলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আমরা সক্ষম হইব।

তিনি বলেন, মেধা ও বিচক্ষণতায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে পিছাইয়া নাই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে তাহারা উহার স্বাক্ষর রাখিয়াছে। প্রেসিডেন্ট দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়া বলেন, আমাদের ছেলে-মেয়েরা সুযোগ-সুবিধা পাইলে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। তাহাদের এই সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব আমাদের। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদ এবং তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা যাইবে না। তিনি বলেন, শিক্ষা জীবনই ছাত্রদের জীবনের সকল স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিজেকে গড়িয়া তোলার সময়। প্রেসিডেন্ট বলেন, এক শ্রেণীর রাজনীতিক ছাত্রদের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সম্পদ ধ্বংস করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন, এই রাজনীতিকদের প্রতিহত করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছাত্র-ছাত্রীদের আলোর প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, বিদ্যার্জনের মাধ্যমে জাতি ও মানবতার সেবকরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থে আশা-আকাঙ্ক্ষা বাড়াইলে চলিবে না, দেশ ও জাতির কল্যাণমুখী ছাত্র-ছাত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে হইবে বলিয়া তিনি উপদেশ দেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শন ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য। কেননা, অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। তিনি বলেন, শিক্ষককে সম্মান দেখাইতে না পারিলে তাহার শিক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জাতীয় ছাত্র পরিষদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নির্ণয় ও উহার সমাধানের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ গঠন করা হইয়াছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা ও জাতীয় ছাত্র পরিষদের সমন্বয়কারী রফিকুল হক হাফিজও বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকালের অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আজ (শুক্রবার) ওসমানী মেমোরিয়াল হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিবেন শিক্ষামন্ত্রী। এ বছর মোট ৩৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

পরে প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনের সবুজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত চা-চক্রে মিলিত হন এবং খোলামেলা পরিবেশে আলাপ করেন।